৫। দরপত্র দাতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে মার্কাকৃত খাড়া গাছ, ঝড়ে পড়া এবং বিভিন্নভাবে আহরিত ও জব্দকৃত লটসমূহের বনজদ্রব্য সরেজমিনে দেখিয়া আসিবেন। দরপত্র দাখিলের পর কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। দাখিলকৃত দরপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে না। দরপত্র দাতা সংশ্লিষ্ট লটের গাছ মরা, পঁচা, ঝোর ইত্যাদি সংক্রান্ত ওজর আপত্তি উত্থাপন পূর্বক কার্যাদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে বায়নার টাকাসহ জামানতের টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বাতিল করিয়া উক্ত বনজদ্রব্য পূনঃ নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে লটক্রেতার কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৬। কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণ মূল্য পরিশোধের নির্দেশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে লটের সমুদয় মূল্য, ভ্যাট (৫%) ও উৎস কর (৫%)সহ সকল সরকারী পাওনা একসাথে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। সকল সরকারী পাওনা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে দরপত্র দাতাকে কার্য্যাদেশ দেওয়া হইবে এবং ক্রেতাকে খাড়াগাছের লটের একদিক হইতে গাছ কর্তন শুরু করিতে হইবে। কার্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে কোন অবস্থাতেই গাছ কর্তন শুরু করা যাইবে না।

৭। যাহাদের নামে ইতিপূর্বে বন বিভাগের বকেয়া বাবদ কোন সার্টিফিকেট কেইস কিংবা অন্য পাওনা আছে এবং যাহারা বে-আইনীভাবে বনজদ্রব্য আহরণে ধৃত হইয়াছেন বা যাহাদের নামে বন মামলা আছে বা যাহারা বন অপরাধে দোষী, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার বিবেচনা স্বাপেক্ষ।

০৮। ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার ঊর্ধ্বের কোন দরপত্র ঊধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে গ্রহণ করা হইবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রেরিত দরপত্র অনুমোদন হইয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট লটের কোন রকম ক্ষতি হইলে তাহার জন্য বন বিভাগ/কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না।

০৯। সর্বোচ্চ বা সম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল বা অন্য কোন দরপত্র মঞ্জুর/গ্রহণ করা বা না করা দরপত্র গ্রহণকারী কমিটির সভাপতির বিবেচনা স্বাপেক্ষে এবং এই ব্যাপারে কাহারো কোন দরপত্র মঞ্জুর করা অথবা না করার দরুন তিনি (সভাপতি) কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

১০। কার্যাদেশ পাওয়ার পর যথাসময়ে যে সমস্ত খাড়াগাছের লটের বনজদ্রব্য কর্তন বা অপসারণ হইবে না বা পতিত অবস্থায় লটের ভিতর থাকিবে তাহা ক্রেতাগণকে না জানাইয়া ২য় আবর্তের বাগান করার প্রয়োজন হইলে ঐ সকল বনজদ্রব্য বন বিভাগ কর্তন/অপসারণের বন্দোবস্ত করিবেন। উহাতে যে টাকা ব্যয় হইবে তাহা ক্রেতাগণ বহন করিবেন নতুবা জামানতের টাকা হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে। ইহাতে ক্রেতাদের কোন ক্ষতি হইলে বন বিভাগ কোন অবস্থাতেই দায়ী থাকিবে না এবং কোন অবস্থাতেই লটের মূল্য মওকুফ করা হইবে না।

১১। কোন লটের ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লটের টাকা পরিশোধ না করিলে, কোন প্রকার কারণ না দর্শাইয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত লট পুনরায় টেন্ডার করিতে পারিবেন। এমতাবস্থায় পুনঃ নিলামে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হইলে প্রথম নিলাম ক্রেতা সেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবেন। তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যর্থ হইলে উক্ত ক্ষতিপূরণ বন রাজস্ব হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা করিয়া আদায় করা হইবে।

১২। দরপত্র মূল্যে বিক্রয়কৃত গাছের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লব্ধাংশ সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপকারভোগী, ভূমি মালিক ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে যথাসময়ে বন্টন করা হইবে।

১৩। লট ক্রেতাকে কার্যাদেশ পাওয়ার সাথে সাথে গাছ কর্তন শুরু করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদয় গাছ কর্তনের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে এবং কর্তিত গাছ অপসারণের নিমিত্তে গাছে বিক্রয় মার্কা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে। কর্তিত গাছে বিক্রয় মার্কা দেওয়ার পর সমুদয় গাছ পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে অপসারণ করিতে লট ক্রেতা বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১৪। কাঠের উভয় মাথায় স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা সুস্পষ্ট বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী (সেল হেমার) চিহ্ন দেওয়ার পূর্বে কোন গাছ কর্তিত স্থান হইতে অপসারণ করা যাইবে না এবং চিরাই করা যাইবে না। ইহার ব্যত্যয় হইলে তাহা বন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৫। বিক্রয় তালিকাভূক্ত গাছের সংখ্যা, প্রজাতি ও পরিমাপ সাধারণভাবে সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। দরপত্র নোটিশ জারী করিবার পর গাছের তালিকায় (মার্কিং লিষ্টে) মুদ্রণজনিত কোনরূপ ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তা উহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সরকারী কাজের জন্য আবশ্যক বোধ করিলে যে কোন পরিমাণ কাঠ, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি গড় দরপত্র মূল্যে হুকুম দখল করিতে পারিবেন।

১৭। লটের কাজ সম্পন্ন হইলে লট ক্রেতা সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে কার্য্য সমাপ্ত প্রতিবেদন (কমপ্লিশন রিপোর্ট) দাখিল করিবেন। কার্য্য সমাপ্তির রিপোর্ট পেশ না করা পর্যন্ত জামানতের টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। সন্তোষজনক কার্য্য সমাপ্তির প্রতিবেদন পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে জামানতের টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে। লটের কাজ শেষ হওয়ার ০৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে কার্য্য সমাপ্তির প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(ক) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লট ক্রেতার নিকট হইতে কার্য্য সমাপ্তির প্রতিবেদন পাওয়ার পর লট ক্রেতা বা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লট সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ লটের বিক্রয় তালিকা বহির্ভূত ক্রমিক নম্বর বিহীন কোন গাছ কর্তন করা হইয়াছে কিনা, হইয়া থাকিলে এইরূপ গাছের বিবরণ, গাছ হইতে প্রাপ্ত বনজদ্রব্যের আনুমানিক পরিমাণসহ অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির (যদি থাকে) বিবরণ লিপিবদ্ধ করতঃ কার্য্য সমাপ্তির প্রতিবেদন যথাযথ প্রতিপাদন করতঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ক্রমিক নম্বর বিহীন বিক্রয় তালিকা বহির্ভূত গাছ কর্তন বা অন্য কোন রূপ ক্ষতির জন্য লট ক্রেতার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থ কর্তন পূর্বক জামানতের অবশিষ্ট টাকা অবমুক্ত করিয়া দিবেন।

(গ)

১৮। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন এতদ্‌সংগে দরপত্র দাতাগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন-কানুন এর আওতাভূক্ত থাকিবেন।

চলমান পাতা নং-০৩